29 APR 2017

বিদ্যালয়ের জমিতে চেয়ারম্যানের মার্কেট

দিনাজপুর প্রতিনিধি ▷

দিনাজপুর সদরের সুন্দরবন এলাকায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গাছ কেটে বিক্রি করে ওই জমিতে মার্কেট নির্মাণ করা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান ক্ষমতাসীন দলের নেতা হওয়ার সুবাদে ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে ওই কাজ করছেন বলে জানা গেছে। লিখিত অভিযোগ পেয়ে উপজেলা প্রশাসন এ ব্যাপারে তদন্ত শুরু করেছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, জেলা সদরের ২ নম্বর সুন্দরবন ইউনিয়নের ব্যাংকালীতে ১৪ নম্বর সুন্দরবন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মালিকানাধীন চারটি মেহগনি ও একটি আমগাছ কেটে কাঠ ব্যবসায়ী অনিলের কাছে বিক্রি করা হয়। গাছ দুটির দাম প্রায় দুই লাখ টাকা।

দিনাজপুর

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দিলরুবা আফরোজ জানান, স্কুলের ১৩ শতক জমির মালিকানা দাবি করে ২০০৭ সালে আদালতে মামলা করেন স্থানীয় হিতেন্দ্র নাথ রায়। পরে গত বছরের ২৬ জুন আদালত স্কুলের পক্ষে রায় দেন। কিন্তু ওই খবর সময়মতো জানতে পারেনি স্কুল কর্তৃপক্ষ। চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহে রায়ের বিষয়টি জানতে পেরে স্কুল কর্তৃপক্ষের অগোচরে গাছ কেটে বিক্রি করা হয়েছে। এখন ইউপি চেয়ারম্যান অশোক কুমার রায়ের মদদে প্রায় ১৩ শতক জমিতে ছয়টি দোকান তৈরির জন্য অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে। বিষয়টি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাকে লিখিতভাবে জানানো হয়েছে। আদালতের রায়ের কপির জন্যও আবেদন করা হয়েছে।

স্কুল পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি প্রমথ রায় জানান, ইউপি চেয়ারম্যান অশোক কুমার রায় আওয়ামী লীগের উপজেলা কমিটির বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক সম্পাদক। ওই প্রভাব দেখিয়ে তিনি স্কুলের জমি থেকে গাছ কেটে মার্কেট নির্মাণ করছেন। কমিটির কেউ এ বিষয়ে কিছু জানেন না। তা ছাড়া গাছ বিক্রির কোনো টাকাও স্কুলের তহবিলে জমা দেওয়া হয়নি।

বিভাগীয় বন কর্মকর্তা আব্দুল আউয়াল জানান, বন বিভাগের অনুমতি ছাড়া মেহগনিগাছ কাটার বিধান নেই। অভিযোগ প্রমাণিত হলে চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে বনজ সম্পদ রক্ষা আইনে মামলা হবে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আবদুর রহমান বলেন, স্কুলের জমিতে গাছ কাটা ও মার্কেট নির্মাণের লিখিত অভিযোগ পাওয়ার পর সরেজমিনে গিয়ে তদন্ত করে প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য সদরের সহকারী কমিশনারকে (ভূমি) দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

সহকারী কমিশনার (ভূমি) আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, 'দায়িত্ব পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তদন্ত শুরু করেছি। শিগগিরই লিখিত প্রতিবেদন দেওয়া হবে।'

তবে ইউপি চেয়ারম্যান অশোক কুমার রায় ওই ১৩ শতক জমি স্কুলের নয় দাবি করে বলেন, জমির মালিক কালীমন্দির ও বাজার কমিটি। তা ছাড়া গাছ কাটাসহ মার্কেট নির্মাণের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগও অস্বীকার করেন তিনি।